বই : কল্পিত কারাবাস
লেখক : মুহাম্মাদ হোসাইন
প্রকাশনা : শব্দতরু

মুখবন্ধ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
حَامِدًا وَ مُصَلِّيًا وَ مُسَلِّمًا

আধুনিক জীবনের এক প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ প্রযুক্তি। শিক্ষা-দীক্ষা, যোগাযোগ সব ক্ষেত্রেই তা অভাবনীয় গতি এনে দিয়েছে। কিন্তু একই সাথে তা কেড়ে নিয়েছে আমাদের স্বস্তি ও স্বাভাবিকতা এবং খুলে দিয়েছে মেধা ও সময়ের ভয়াবহ অপচয়ের দুয়ার। প্রযুক্তি এখন হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেক প্রতিশ্রুতিশীল তরুণের জীবন ও ভবিষ্যতের জন্য; অনেক পরিবারের স্থিতি ও স্বস্তির জন্যও। উদ্বেগের ব্যাপার হলো, এ বিষয়ে সামাজিকভাবে সতর্ক হওয়ার গরজ তেমন একটা দেখা যাচ্ছে না। এখনো অনেক মা-বাবা সরল শখের বশে ছেলেমেয়ের হাতে স্মার্টফোন তুলে দেন। তাদের অনেকেই হয়তো জানেন না, একটিমাত্র স্মার্টফোন তাদের সন্তানের কী অপূরণীয় ক্ষতি করতে পারে।

প্রযুক্তি আমাদের জীবনযাত্রার এক 'বাহন'—এতে কোনো সন্দেহ নেই; একই সাথে এও তো অনস্বীকার্য যে, এই বাহনের মুখে লাগাম থাকতে হবে। সে লাগাম হচ্ছে ব্যক্তিগত সংযম ও সচেতনতা এবং পারিবারিক ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু আমাদের সমাজে এ জিনিসের বড্ড অভাব।

প্রযুক্তির সাথে প্রথম প্রণয়ের ঘোর এখনো কাটেনি—তা যেন কাটতেই চায় না। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। আরও ক্ষতি হওয়ার আগে এই অশুভ ঘোর আমাদের কাটিয়ে উঠতেই হবে।

সুখের বিষয়ে এই যে, সংখ্যায় কম হলেও আমাদের দ্বীনপ্রিয় ও দ্বীনমুখী শিক্ষিত তরুণদের একটি অংশ সচেতন হয়ে উঠছেন এবং এ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বিস্তারের প্রেরণা যোগ করছেন। এটি শুভলক্ষণ। আর আশা করি, সামাজিকভাবে আমাদেরও ঘুম ভাঙার পূর্বলক্ষণ ইনশাআল্লাহ।

এখন পাঠকের হাতে যে বইটি, তা আমার কাছে এই সচেতনতারই একটি দৃষ্টান্ত বলে মনে হয়েছে। বইটিতে লেখকের দরদ ও উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট। আলহামদুলিল্লাহ!

আমাদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত দ্বীনমুখী তরুণ ভাইয়েরা যদি পশ্চিমা জীবনধারার নানা ক্ষত ও বিকৃতি সম্পর্কে—যা দুঃখজনকভাবে আমাদের মুসলিম-সমাজে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে—আলোচনা শুরু করেন, তাহলে তা হয়তো সমাজের দ্বিধা ও জড়তা কাটাতে সহায়ক হতে পারে।

আল্লাহ তাআলা প্রিয় লেখকের এই প্রয়াসটুকু কবুল করুন। দাওয়াত ও দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে তাকে আরও অগ্রসর করুন এবং আমাদের সকলকে আল্লাহ তাআলার খাঁটি বান্দা হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ
সহ-সম্পাদক : মাসিক আলকাউসার।
নায়েবে মুশরিফ : দাওয়াহ বিভাগ, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া, ঢাকা।
খতিব : উত্তরা ৭ নং সেক্টর জামে মসজিদ।

লেখকের ভূমিকা

আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে দীর্ঘ অপেক্ষার পর কল্পিত কারাবাস বইটির কাজ শেষ করা সম্ভব হলো। এমন সময় অন্তরের অন্তস্তল থেকে সেই মহান রবের শুকরিয়া আদায় করছি, যার তাওফীক ছাড়া কাজটি করা সম্ভব হতো না—আলহামদুলিল্লাহ!

বিরূপ পরিবেশে থাকতে থাকতে একটা সময় মানুষ সেই পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে যায়। একজন নেককার মানুষও কোনো কারণে কিছুদিন গুনাহের পরিবেশে থাকলে ধীরে ধীরে এর সাথে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। পর্দানশীন মানুষ বেপর্দা পরিবেশে অবস্থান করলে তার পর্দা-অনুভূতি লোপ পেতে থাকে। একসময় সব স্বাভাবিক মনে হয়। ইন্টারনেটের অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশেও যখন একজন মানুষ সময় কাটাতে থাকে, ধীরে ধীরে অশ্লীলতা, মিউজিক ইত্যাদিতে সে অভ্যস্ত হয়ে যায়। তাজা অনুভূতিও দ্রুতই মরে যায়।

স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের সাথে এতদিনের সম্পর্কের পর এখন নতুন করে আমাদের ভাবতে হবে—স্মার্টফোন কি বাস্তবেই আমার জন্য জরুরি? কতটা জরুরি? নিজের সাথে বোঝাপড়া করতে হবে—আমার সন্তানের হাতে কেন আমি এই ভয়াবহ ডিভাইস তুলে দিচ্ছি, যেখানে কিশোর-তরুণদের বড় অংশ পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত?

একান্ত যারা অনলাইন-কেন্দ্রিক পেশায় জড়িত, তারা ছাড়া বাকিরা নিজের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দুনিয়া-আখিরাত নিরাপদ রাখতে চাইলে স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট বিষয়ে নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। চিন্তা করতে হবে। এ ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। কারণ, এই আত্মঘাতী অভ্যাস আমাদের ঈমান ও চরিত্রকে শেষ করে ফেলছে। রক্ষণশীলতা আর পবিত্রতাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

এই বইতে বিভিন্ন সময় আমাদের চিন্তার দুয়ারে আঘাত করা সমস্যাগুলোকে বিন্যস্ত করে তুলে ধরা হয়েছে কেবল। এতে এমন কিছু হয়তো

পাওয়া নাও যেতে পারে, যা আমরা মোটেই জানি না। তবে একসাথে পুরো আলোচনাটা হয়তো আমাদের কিছুটা হলেও ভাবাবে।

বইটি লেখার সময় অনেক মানুষের সাহায্য ও পরামর্শ পেয়েছি। বিশেষ করে মাওলানা ইউসুফ ওবায়দী সাহেব পুরো লেখাটা খুঁটিয়ে পড়েছেন এবং অনেক বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। এই আন্তরিক সহযোগিতার উত্তম বিনিময় আল্লাহ তাকে দান করুন। এ ছাড়া বেশ কয়েক জন মুহসিন আলেমের কাছে ফাইলের ড্রাফট কপি পেশ করেছি। অনেক আন্তরিক পরামর্শ পেয়েছি। এটাই এই বইয়ের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য।

আমার ওপর হযরত মাওলানা যাকারিয়া আব্দুল্লাহ সাহেবের যে এহসান ও ভালোবাসা তা নিঃসন্দেহে আমার জন্য আল্লাহ তাআলার বড় এক দান। বিভিন্ন সময় তাঁকে অনেকভাবে বিরক্ত করলেও তিনি তা হাসিমুখে মেনে নেন। এর একটি উদাহরণ হলো বইটির ড্রাফট কপি পেশ করার পর শত ব্যস্ততার ভেতরেও হুজুর মূল্যবান একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন।

আমার পরিবারের লোকজন-সহ অনেক বন্ধু আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন, উৎসাহ জুগিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে উত্তম বিনিময় দান করুন। বইয়ের আলোচ্য বিষয়ের ওপর সর্বপ্রথম আমাকে, আমার পরিবারকে ও পাঠকবৃন্দকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

প্রিয় প্রকাশনী শব্দতরু আমার দুর্বল হাতের এই লেখা ছাপার ঝুঁকিপূর্ণ সাহস দেখিয়েছে। আল্লাহ তাআলা এই প্রকাশনী-সংশ্লিষ্ট সকলকে দুনিয়া-আখিরাতে নিরাপত্তা দান করুন।

বিনীত
মুহাম্মাদ হোসাইন
মাস্টারপাড়া, উত্তরখান, ঢাকা।
১০ জিলকদ ১৪৪১ হিজরী মোতাবেক
০১ জুলাই ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়সূচি

অবাক সরলতা / ১১
এ তো আমাদেরই আয়না / ১৭
এ ক্ষতিগুলো শুধু ক্ষতি নয় / ২৮
অনলাইনে দাওয়াত ও অপ্রশান্ত অন্তর / ৪২
স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট থেকে দূরে গেলে নগদ প্রাপ্তি / ৪৮
এ আসক্তি থেকে বাঁচার উপায় / ৫৫
শেষ কথা / ৬৯

০১.

অবাক সরলতা

রাজধানীর কোনায় থাকা উত্তরখানের একটা নীল আকাশের নিচে আমরা শৈশব-কৈশোর পার করেছি। যেখানে বাবা-মায়ের ভয় শুধু এটাই ছিল, সন্তান হারিয়ে না যায়, ছেলেধরা ধরে নিয়ে না যায়। যদি বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো সন্তানের সাথে আরেকটু বড় কোনো ছেলে থাকত, তখন সে ভয়টুকুও থাকত না।

আমরা সুতোছেঁড়া ঘুড়ির পেছনে মাইলের পর মাইল দৌড়েছি। অনেক দূরের প্রাইমারি স্কুলে একা একা যেতে কুকুর ছাড়া দ্বিতীয় কিছুর ভয় কখনো করিনি। আমরা ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন নিয়ে দিনরাত এক করেছি। দূরের বিলে শাপলা তুলতে গিয়েছি। বর্ষার শেষে ধানখেতে দইয়ের মতো তরল আর চকোলেটের মতো কালো কাদায় হাঁটু গেড়ে মাছ ধরেছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোকের মাছ ধরা দেখার সুখ আস্বাদন করেছি। সন্ধ্যায় মাঠের ধারে শত শত মশার আস্তানায় 'জিম্মম্মম্ম...' শব্দ করে মশাগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে অনাবিল আনন্দ পেয়েছি। পশ্চিম পাড়ার দুষ্ট ছেলেদের সাথে বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের ফলে জন্ম নেয়া মিনি লড়াই ও ক্রিকেট চ্যালেঞ্জের মধ্যেও থাকত টানটান উত্তেজনা।

কৈশোরে আমার ব্যক্তিগত একটা বিনোদন ছিল পাখির গানে ডুব দেয়া। আমাদের জাম গাছের নিচে একটা বেঞ্চ পাতা ছিল। সেই বেঞ্চের ওপর চুপচাপ শুধু বসে থাকা। এক মিনিট, দুই মিনিট করে ডুব দিয়ে থাকা। পাখির ডাক শুনতে শুনতে আরও গভীরে যাওয়া। আরও—আরও। এ পর্যায়ে আমি আমার জামতলার বেঞ্চটাতে আর নেই। আমি এখন অন্য এক ভুবনে। এখানে শুধু পাখির গান আছে আর শুধু পাখির গানই আছে। আর কিছু নেই। কাছের-

দূরের বিভিন্ন পাখির বিভিন্ন রকম ডাকে আমি নিমজ্জিত। জগতের আর কোনো কিছুর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। এখান থেকে বের হওয়া যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠা। ওই জগৎ থেকে এই জগতে প্রত্যাবর্তন।

যেকোনো সময় প্রত্যেক মা তার সন্তানকে খুঁজে পেতে নাম ধরে শুধু একটা গগনবিদারী চিৎকার দিতেন। ব্যস। কলকারখানা বিহীন শান্ত এলাকার ইথারে বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়ত সে ডাক। ছেলে ফিরবেই। সন্তান বাবা-মায়ের নাগালের মধ্যেই থাকবে।

দেখতে দেখতে অনেকগুলো দিন পার হয়েছে। এই পৃথিবীর চালচিত্র বদলেছে অনেকটাই। টেলিভিশন আর টেলিফোন তো আগেই ছিল। যোগাযোগমাধ্যম হিসেবে এল মোবাইল ফোন। যা এসেছিল আলাভোলা এক চেহারা নিয়ে। যার ভবিষ্যৎ ক্ষমতা সম্পর্কে সবার মাঝে ছিল বড্ড ভুল ধারণা। ধারণাটা ছিল নিরীহ গোছের। যদিও তা পরে আর তেমনটা থাকেনি। এখানে মূল সমস্যাটা সামাজিক যোগাযোগের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার ও ভুল ব্যবহার। এর পরিমিত ব্যবহার খুব বেশি ক্ষতিকর ছিল না; বরং উপকারীই ছিল বড়। কিন্তু সীমা অতিক্রম করার পর এর আসল ক্ষতিটা নজরে এল।

এখন সন্তান ঘরেই থাকে। থাকে চোখের সামনে। কিন্তু তবুও নাগালের বাইরে। বাবা-মায়ের কল্পনাকে হার মানিয়ে এমন-সব ভ্রমণ তারা করে, যা প্রকাশ পাওয়ার পর মা-বাবার আশ্চর্য হওয়ার ক্ষমতাটুকুও থাকে না। ২০১৩ সালে রাজিব হায়দার ওরফে থাবা-বাবার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন হয়তো আশ্চর্যও হতে পারেনি। আমাদের সমাজে এমন অনেক 'ভালো ছেলে' আছে, যারা অনলাইনে নিয়মিত রগরগে বাজে গল্প লেখে। যাদের খবর কখনো প্রকাশিত হয় না। হয়তো কখনো ফাঁস হয়, কিন্তু এতে কার কীই-বা আসে-যায়! সন্দেহের বীজ বুকে নিয়ে বেড়ে ওঠা 'মাওলানা' তলে তলে হয়ে ওঠে নাস্তিকদের নবী, ফেঁদে বসে 'আমার অবিশ্বাস'।

এমন দিন কখনো আসবে তা কেউ হয়তো স্বপ্নেও ভাবেনি। সব ভাবনাকে এড়িয়ে, গতিতে ক্ষিপ্র হয়ে, সব রক্ষণশীলতা আর লাজ-শরমকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বীরদর্পে এই বিপদ চলেই এল। এসে পাকাপাকি একটা

জায়গা দখল করেই নিল। এমন স্বৈরশাসকের মতো অবস্থান নিল, যার সরাসরি সমালোচনা করা যায় না। চোখে চোখ রাখা যায় না। এই বিপদে পা পিছলে যাওয়া মানুষটাকে সরাসরি ফেরানো যায় না। সামাজিকভাবে চোখ রাঙানো যায় না এই বিপদের পথে রওনা হওয়া মানুষটাকে।

আহা, এও হওয়ার ছিল! এই দিনও দেখার ছিল! ১৫ বছর আগেও তো আমাদের জীবনটা এমন ছিল না। যায় দিন ভালো, আসে দিন খারাপ। কিন্তু এই খারাপটা এমন খারাপ হবে তা তো ভাবনারও অতীত ছিল।

মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট—সত্তাগতভাবে তো এর কোনোটাই খারাপ না। এতে অনেক উপকারও আছে। প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে এখানে বিপদটা আসলে কী? স্মার্টফোন? ইন্টারনেট? না। এগুলো সরাসরি বিপদ নয়। বিপদের কিছু বিক্ষিপ্ত উপাদান এমন :

- প্রয়োজন ছাড়া ইন্টারনেটের ব্যবহার।
- ইন্টারনেটে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসা অশ্লীলতা, যা থেকে বাঁচার পথ সাধারণ ব্যবহারকারীদের জানা নেই।
- ব্যাপক ও সহজ যোগাযোগব্যবস্থা, যেখানে অপ্রয়োজনীয় ও বিপজ্জনক যোগাযোগগুলোও শামিল।
- অশ্লীলতার সহজলভ্যতা।

এরচেয়ে বড় বিপদটা হলো, অশ্লীলতাকে মেনে নেওয়া। স্বীকার করে নেওয়া যে, এটা স্বাভাবিক। এ থেকে বাঁচার উপায় নেই। এসব মেনে নিয়েই এই জগতে থাকতে হবে। একে মোটাদাগে খারাপ মনে না করা।

একটা সময় ছিল, সৌভাগ্যবশত সময়টা এখনো পার হয়ে যায়নি, কোনো দ্বীনদার, নেককার, আল্লাহওয়ালা বা মসজিদের ইমাম সাহেবের ঘরে টিভি থাকাকে অত্যন্ত খারাপ মনে করা হতো। যেসব মানুষের নিজের ঘরে টিভি আছে তারাও এটা মানতে পারত না যে, ইমাম সাহেবের ঘরে বা একজন

দ্বীনদার ব্যক্তির ঘরে টিভি থাকবে। কারণ, টিভির সাধারণ প্রোগ্রামগুলো সম্পর্কে প্রত্যেকেরই ধারণা আছে। তাই তারা মেনে নিতে পারত না যে, একজন অনুসরণীয় ব্যক্তিও তার মতো অশ্লীলতায় লিপ্ত থাকবে।

এখানে এসে আমাদের আলোচ্য বিপদ দারুণভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। একজন মানুষ স্মার্টফোন চালাবে এতে দোষের কিছু নেই। একজন মানুষ স্মার্টফোনে ইন্টারনেট চালাবে এতেও আপাতদৃষ্টিতে দোষের কিছু নেই। সমাজ এই স্বাধীনতা তাকে দিয়েছে। যদিও একজন মানুষ স্মার্টফোনের মাধ্যমে অশ্লীলতা ও বিভিন্ন ধরনের অন্যায়ে ডুবে যাবে তা সমাজ ভালোভাবে দেখবে না।

কিন্তু একজন মানুষ যখন ইন্টারনেটের সহজলভ্য অশ্লীলতাকে হাতের কাছে পাবে, তখন কেউ কি তাকে বাধা দেবে এই চরম আকর্ষণীয় সরোবরে ডুব দেওয়া থেকে? না, দেবে না! তার মানে এই মানুষটার দ্বীন ও জীবনের জন্য অবাধ ইন্টারনেট ব্যবহারের এই অভ্যাস নিরাপদ না। এটি এমন এক বিপদ, যা ঝুঁকিতে ফেলতে পারে তার দ্বীনদারী আর ঈমানকে।

অথচ কেউ তাকে বাধা দিচ্ছে না। কেউ খারাপও বলছে না। বোঝাচ্ছে না। এমনকি এর মাঝে কোনো নেতিবাচকতাও দেখা হচ্ছে না। যদিও স্মার্টফোন চালালেই কাউকে গুনাহে লিপ্ত ভাবার কোনো সুযোগ নেই; কিন্তু একজন মানুষ গুনাহের প্রবল সম্ভাবনাকে পকেটে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পরিবারের সামনে সারাদিন এতে বুঁদ হয়ে থাকছে, দরোজা বন্ধ করে মোবাইলে ডুবে যাচ্ছে, ঘুমানোর সময় গভীর রাত পর্যন্ত এতে ব্যস্ত থাকছে, অথচ এরপরও এই বস্তুটি নিয়ে পরিবার ও সমাজ কোনোভাবে চিন্তিত না! এটা কি অসাবধানতা নাকি নির্লিপ্ততা? এই নির্লিপ্ততার স্বপক্ষে কি কোনো শক্তিশালী যুক্তি আছে? পরিসংখ্যান তো এর পক্ষে বলছে না; বরং পরিসংখ্যান বলছে, সিংহভাগ যুবক-যুবতী সামাজিকভাবে অনুমোদিত মধ্যম মাত্রার অশ্লীলতা শুরু করে চূড়ান্ত মাত্রার ওইসব ব্যাপারেও অভ্যস্ত, যা এই বোধশক্তিহীন সমাজও বৈধতা দেয় না। এই অভ্যস্ত মানুষগুলোর বাইরে অনেক মানুষ এমন আছে, যাদের অশ্লীলতার চর্চা আসক্তির পর্যায়ে না গেলেও কখনো-সখনো এতে মজে যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য কথা হলো, এই শ্রেণিও সামাজিকভাবে বৈধকৃত মধ্যম

মাত্রার অশ্লীলতায় আসক্ত। এটা তাদের নিয়মিত চর্চার বস্তু। এতে তাদের মাঝে বিশেষ কোনো পাপবোধ কাজ করে না।

পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দ্বীনদার লোকজনের অবস্থা কেমন? যদি বাস্তবতা স্বীকার করি, তাহলে দুঃখের সাথে বলতে হবে, ওপরে আলোচিত শ্রেণির মতো বানের জলে ভেসে যাওয়া অবস্থা না হলেও 'দ্বীনদার' লোকজনের মাঝেও ইচ্ছাকৃত, প্ররোচিত, অনিচ্ছাকৃতভাবে অশ্লীলতায় শরীক হওয়ার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য।

যেটা অতীতে কল্পনা করা যায়নি সেটা আজ বাস্তবতায় রূপ নিয়েছে। যারা অনলাইনে বিভিন্নভাবে দ্বীনী দাওয়াত ও দ্বীনী পরামর্শদানের সাথে জড়িত, তাদের অভিজ্ঞতা হলো, প্রচুর দ্বীনদার মানুষ ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় এসবে জড়িত। অনেকেই ফেইক আইডি থেকে ফেসবুকে পরামর্শ চান—কীভাবে এ থেকে মুক্তি পেতে পারি।

ব্যক্তিগত জীবনে দ্বীন মেনে চলেন এমন মানুষদের চারটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যেতে পারে :

০১. অনেকে দীর্ঘদিনে চূড়ান্ত অশ্লীলতায় এমন আসক্ত হয়েছেন যে, এ থেকে যেন তার মুক্তি নেই।

০২. মাঝে মাঝে পর্নোগ্রাফিতে ডুবে যান; সব সময় না।

০৩. অনেকে আসক্ত নন। স্বাভাবিক ইন্টারনেট ব্যবহারের মাঝে কোথাও কোনো বিজ্ঞাপন বা লিংকের মতো ইন্ধন পেলে দুর্বল হয়ে পড়েন—ডুবে যান।

০৪. বাস্তবেই যথেষ্ট পরহেজগার ও বুযুর্গ। যাদের সাধারণত কখনোই পদস্খলন ঘটে না। কিন্তু বিজ্ঞাপন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসা অশ্লীলতা ও সংশ্লিষ্ট আরও কিছু ব্যাপার তাদের বিব্রত করে।

আমাদের আলোচনা মূলত ওপরে আলোচিত নেক-দিল মানুষদের নিয়ে, যারা আল্লাহর মেহেরবানীতে বিভিন্ন দ্বীনী পরিচয়ের সাথে যুক্ত আছেন। মানুষ যাদের দ্বীনদার বলে জানে। তাদের পক্ষেও পুরোপুরি সম্ভব হচ্ছে না এই বিপদ থেকে বেঁচে থাকা। আর সত্যি বলতে ওয়াকিবহাল সবাই এটা জানেন যে, এটাই স্বাভাবিক। যিনি এখানে নিয়মিত থাকবেন, তাকে এসব মেনেই থাকতে হবে। এখানে অ্যালার্মিং ব্যাপার হলো, এই বিপদ এমন ভয়ংকর যে, আম-খাস সবার গায়েই কমবেশ অশ্লীলতার ধোঁয়া লাগায়; কাউকেই ছেড়ে কথা বলে না!

সামনের অধ্যায়ে আমরা এমন কিছু ঘটনা উল্লেখ করব, যা প্রতিনিয়ত আমাদের সাথে ঘটছে। ঘটনাগুলো আমাদের পুরো ব্যাপারটা বুঝতে সাহায্য করবে ইনশাআল্লাহ।